পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)

ই নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১০৯

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী,
গণহত্যা দিবস এবং
মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও
সকল বীর শহীদদের প্রতি

পদক্ষেপ পরিবারের

শ্রদ্ধা

মহান ২৬ মার্চ
"বাঙ্গালী জাতির কাছে রেখে যাওয়া কিছু স্মৃতি"

আশীষ কুমার রায়
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
আমবাড়ী ব্রাঞ্চ, দিনাজপুর জোন

স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। যে দেশটার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ইতিহাসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত হতে কত যে সংগ্রাম, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে পার হতে হয় তা জানা যায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাসের মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়ার ১৯০ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের ২৩বছরের জুলুম, নির্যাতন ও বিমাতাসুলভ আচরণে বাংলাদেশ কি পেয়েছে? এরই ধারাবাহিকতায় হোসেন সোহরাওয়াদী, একে এম শেরেবাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং পরবর্তীতে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গি পাড়ায় মোঃ শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাঃ সাহারা খাতুনের তৃতীয় সন্তান হলেন স্বাধীন বাংলার স্থপতি বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৬৬'র ছয় (৬) দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। স্বাধীনতার পুর্ব মুহুর্তে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, জেল-জুলুম, নির্যাতন সহ্য করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান এবং বলেন, "পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা" এবং " বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তিনি ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু'র ডাকে যখন সারা বাংলার জনগন স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক সেই সময় "২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কাপুরুষের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙ্গালী জনগনের উপর। বঙ্গবন্ধু'র এই ডাকেই মূলত ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার বীজ বপন করে এবং বঙ্গবন্ধু'র নির্দেশনা মোতাবেক ও তার সংগ্রামী নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের শাসনভার গ্রহণের সময় পেয়েছিলেন মাত্র ৩ বছর। এই অল্প সময়ে তিনি তার দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক জ্ঞান, পররাষ্ট্রনীতি, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়', এই নীতি অবলম্বন করে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ এবং ওআইসি'র সদস্য পদ, কমনওয়েলথ এর সদস্য পদ লাভ করা'সহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সম্মান অর্জন করায় জনসাধরণের কাছে তিনি "শেখ মুজিব" বা "শেখ সাহেব" হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। পরে বাংলার জনগন তাকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভুষিত করেন। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার স্বাধীনতা, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও একটি দুর্নীতিমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। ছিল অর্থের অভাব। খাদ্যের অভাব। দেশের এ অভাব-অনটনের মধ্যেও চারপাশে ছিল দুনীতি, রাজনৈতিক বিভেদ, বিচারহীনতা, গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাস, ছিল কালোবাজারি। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সামাজিক পরিবর্তনের কথা ভাবেন। দেশের চলমান আর্থসামাজিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। তার মধ্যে ছিল একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার সংকল্প। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সদস্য কুচক্রী মহলের নির্দেশে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাতের অন্ধকারে ঢাকার ৩২ নম্বর বাড়ীতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্যকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যু হলেও আজও তিনি অমর হয়ে আছেন প্রতিটি বাঙ্গালির হৃদয়ে। তাই প্রতি বছর "মার্চ মাস মানেই স্বাধীনতার স্বপ্ন বপনের মাস" বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার মাস বলে আজো স্মৃতি বহন করে আসছে। যতদিন বাংলাদেশ নামক দেশ থাকবে ততদিন জাতি মনে রাখবে-"এই মহান ২৬শে মার্চকে।"

জাতির পিতা স্মরণে

সজল দাস
কমিউনিটি ম্যানেজার
পটুয়াখালী সদর ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতির পিতা
দেখিয়েছিলে তুমি বিশ্বকে, বাঙ্গালী জাতির ক্ষমতা
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জাতিকে করেছিলে মুক্ত
তাই আজ সকল বাঙ্গালী শেখ মুজিবের ভক্ত
জাগিয়ে তুলেছিলে তুমি পিতা, এ জাতির ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বা
তোমারই জন্য বুঝেছিলো জাতি, বাংলা মায়ের মমতা
তোমার ডাকে বীর সন্তানেরা এ দেশকে করেছে স্বাধীন
তুমিই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মনের মধ্যে তুমি

বি এম সাইফুর রহমান শওকত
সিনিয়র ব্যবস্থাপক (এডমিন এ্যান্ড একাউন্টস)
ভোলা জোন।

তোমায় দেখিনি মুজিব
শুনেছি তোমার নাম।
যদি তোমায় দেখতে পেতাম
নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।
তোমার জন্ম যদিও টুঙ্গিপাড়ার গাঁয়
নীতি আদর্শ সাহসের পরিচয় সারা বিশ্বময়।
তুমি ছিলে মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা
তুমি স্বাধীন বাঙ্গালীর জাতির পিতা।
তুমি নও শুধু বাঙ্গালীর, তুমি বিশ্ববাসীর নেতা।
তাই বিশ্ব জুড়ে উচ্চারিত হয় শুধু তোমারই কথা
যত দিন রবে পদ্মা, মেঘনা গৌরি বহমান
ততদিন রবে তুমি শেখ মুজিবুর রহমান।
ভুলি নাই, ভুলব না তোমার আদর্শের শ্লোগান
তুমি চিরকাল থাকবে মনে তুমি যে চির অম্লান।

বাঙ্গালীর হৃদ স্পন্দন

লিটন কুমার দাস
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বরগুনা ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন।

বঙ্গবন্ধু তুমি বাঙ্গালীর হৃদ স্পন্দন,
মিশে থাকা তাজা রক্ত।
তুমি বর্ষার দিনে ঝরে যাওয়া বৃষ্টি,
টাপুর টুপুর মৃদু ছন্দ।
তুমি কৃষকের চোখে প্রান্তহীন ফসলের মাঠে
বুনে যাওয়া শত সহস্র স্বপ্ন।
তুমি দুপুরের ক্লান্তি শেষে দূরন্ত মাঠে ভেসে আসা,
রাখালিয়া বাঁশির সুর ছন্দ।
তুমি শিশুর খেলার মাঠে বুনে যাওয়া
পুতুল বিয়ের দৃশ্য।
তুমি পথ হারা যুবকের অগনিত চিৎকার,
হাজার পথের মিত্র।
তুমি পিতার বক্ষে জাল বোনা,
হাজার কোটি স্বপ্ন।
তুমি মায়ের আঁচল তলে মিশে থাকা,
সন্তানের নিশ্চিত আশ্রয়।

বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে পদক্ষেপ ই-নিউজের বিশেষ সংখ্যা

বাংলার পিতা

নুপুর কণা
সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন)
পটুয়াখালী সদর ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন

মুজিব তুমি সকালের শিশির, ভোরের পাখির ডাক
মুজিব তুমি জোৎস্না রাতের শান্ত নদীর বাঁক
মুজিব তুমি সন্ধ্যা আঁধার জোনাকী আলোর খেলা
মুজিব তুমি রোদেলা দুপুর, মিষ্টি বিকেল বেলা
মুজিব তুমি নীল পাহাড়ের চুড়া থেকে নেমে আসা দূত
শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলে দেখিয়েছিলে মুক্তির পথ
এখনো আমরা আছি তোমার প্রতীক্ষায়
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলায়।

নেতা মোদের শেখ মুজিব

মোঃ সিরাজ উদ্দিন
কমিউনিটি ম্যানেজার
বাংলাবাজার ব্রাঞ্চ, ভোলা জোন।

শেখ মুজিব, তুমি মরো নাই
তুমি বেঁচে আছো বাংলার ঘরে ঘরে
তুমি বেঁচে আছো জাগ্রত বাঙ্গালীর
হৃদয়ের মাঝে।
শেখ মুজিব, তোমার পরশ অনুভব করি
বাগানের রাশি রাশি ফুলে।
তোমার হাসি যেন দেখি চাঁদের
কিরণ লাগা জলে।
বর্ষার বান হয়ে তুমি বুঝি
বাংলাকে ধুয়ে কর পরিপাটি।
শেখ মুজিব এভাবেই তুমি বেঁচে রবে,
যতদিন পৃথিবীর মানচিত্রে আছে বাংলাদেশ।
সব অপশক্তি হয়ে যাবে ধ্বংস,
কেবল তুমিই হবে না শেষ।

বঙ্গবন্ধু'র কবিতা

জয়ন্ত কর্মকার
সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার লোন)
পটুয়াখালী সদর ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন

হে ক্ষণজন্মা প্রিয় নেতা
তুমি এসেছিলে যবে এই ধরণীর পরে,
মোদের পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গতে।
স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীতে
তোমারই হাত ধরে শিখেছি পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গতে।
তোমারই পথে পাড়ি দিয়েছি
দুর্গম পথের সীমানা।
আজ তোমারই অবদানে
আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।
বাঙ্গালী জাতির পথ প্রদর্শক হিসাবে
তোমরাই কথা স্মরণ করবে প্রতি সন্তান নত শিরে,
তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয় মাঝারে।

তোমর জন্মে ধন্য মাতৃভূমি

আরিফুল ইসলাম
কমিউনিটি ম্যানেজার
পটুয়াখালী সদর ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন

তোমার ডাকে অস্ত্র হাতে করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ
স্বাধীনতার পরশ পেয়ে তাই হলাম পরিশুদ্ধ
পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে উন্নত করি বিজয়ের শির
সারা বিশ্ব বিস্ময়ের চোখে দেখে এ জাতি কত বড় বীর
তুমি বাঙ্গালীর ইতিহাসের পাতায় সেই অমর মহাকাব্য
তুমি নাই তাই আজি মধুমতি হারায় নাব্য
বীর বাঙ্গালীর হৃদয়ে তুমি রাজনীতির মহাকবি
পতাকার লাল সূর্যটায় তুমি আছো উজ্জ্বল ছবি।
মুক্ত আকাশ সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াতে সেই তুমি
তোমরই জন্মে ধন্য আমরা ধন্য এই মাতৃভূমি।

হে মুজিব

আবদুর রহমান
কমিউনিটি ম্যানেজার
মির্জাগঞ্জ ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন।

হে মুজিব, তুমি এক অসমাপ্ত কবিতার নাম,
তোমার রচিত পথে আমাদের চলা অবিরাম।
হে মুজিব, তুমি শুধু মাত্র একজন ব্যক্তি নও,
তুমি বাংলাদেশর প্রাণ, জয় বাংলার জয়।
মুজিব মানেই বাংলার স্বাধীনতার গর্বিত ইতিহাস
মুজিব মানেই বাঙ্গালী জাতির স্বাধীণ বসবাস।
হে পিতা তোমাকে হয়তো ছুঁয়ে দেখা না যায়,
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তুমি রবে আদর্শ চেতনায়।
ঐ সব নির্বোধেরা বোধ হয় জানেনা,
মানুষ মরে যায়, কিন্তু তার আর্দশ মরে না।
রেসর্কোস ময়দানে তোমার অগ্নিঝরা ভাষণ,
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের দামে এনেছিলে স্বাধীনতার বিজয়।
মুজিব মানেই বাংলার মানচিত্র, স্বাধীন বাংলাদেশ,
মুজিব মানেই লাল সবুজের পতাকার উড়ন্ত রেশ।

বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা

শোভন সমাদ্দার
কমিউনিটি ম্যানেজার
পটুয়াখালী সদর ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালী জোন।

ছেষট্টির ছয় দফা দিয়েছিলেন যিনি,
একাত্তরে স্বাধীনতার পথ দেখালেন তিনি।
দেশকে করতে স্বাধীন, অনেক রক্ত ঝরে,
বঙ্গবন্ধু'র দেখানো পথে বিজয় এলো ঘরে।
সোনালি ধানক্ষেতের ওপর ঢেউ খেলে যায় যখন,
দূর দিগন্তে মুজিব তোমার ছবি দেখি তখন।
তুমি হলে মোদের নেতা তোমাকে জানাই সম্মান
তুমিই বিশ্ব নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১০৯

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী, গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়'সহ মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগে গত ১৭-২৬ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপ পরিচালক মো: সাইয়েদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক'সহ প্রধান কার্যালয়ের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের জোনাল ম্যানেজার ও জোনাল কোঅর্ডিনেটরগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় "বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার" বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন বিভাগের সহকারী পরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম। তিনি শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু'র অকৃত্রিম ভালবাসা, শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে জাতীয় শিশু আইন জারির মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সব ধরণের অবহেলা, শোষণ, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু'র অবদান তুলে ধরেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন।

মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মার্চ মাস ইতিহাস সম্বলিত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। ২ মার্চ প্রথম বারের মতো বাংলার মাটিতে লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলন, ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যা জাতি নিবিড় আবেগ ও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করে। তাই সবকিছু মিলে মার্চ মাস আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস। মার্চকে বাদ দিয়ে এ দেশে ইতিহাস চর্চা অসম্ভব। তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চাশ পেরিয়ে স্বাধীনতা' এধরণের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। আমাদের সকলকে বঙ্গবন্ধু'র চেতনায় আদিষ্ট হতে হবে। আমাদের চিন্তাভাবনাটাকে এমনভাবে রাখা প্রয়োজন যেন আমাদের শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সবার মধ্যে 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন' এই বিষয়টি জাগ্রত হয়। আমাদের দায়িত্ব এখন এই চেতনা থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন আমাদের সেই চেতনাকে সাথে নিয়ে নতুনের সাথে কিভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবো তা নিয়ে ভাবতে হবে। এ ধরণের চিন্তাভাবনা আমাদের নিজেদের মধ্যে যেমন, তেমনি শিশুদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে হবে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটা এখন আর বয়সের উপর নির্ভর করেনা, এখন এগিয়ে যাওয়াটা নির্ভর করে নিজের জ্ঞান, পরিধি ও চিন্তা ভাবনার উপর এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা সঠিক হলে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা বলেছেন সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। তাই বঙ্গবন্ধুর চেতনা হোক চলার পথের প্রেরণা।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু'র জন্ম ১৭ মার্চ, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৬ মার্চ। বঙ্গবন্ধু না জন্মালে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা এটা বলা মুশকিল। তিনি বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টে নিহত সকল পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং দুই লক্ষ মা-বোন যারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাঁদের এই আত্মত্যাগের কারণেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেরা গর্ববোধ করি। তিনি আরও বলেন, সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যদি আমরা গড়তে চাই, তাহলে শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে। এই জন্য আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। না হলে আমাদের যে ২০৪১ এর ভিশন সেটা আমরা কখনো অর্জন করতে পারবোনা। তিনি "বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার" এবারের এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপনা পত্রের জন্য জনাব রফিক'সহ আয়োজনকারী ও সকল আলোচকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু'সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে পদক্ষেপ

প্রতি বছর ৮ মার্চ সমগ্র বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বর্তমানে বিশ্বের ৮০টির বেশি দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। দেশগুলো নিজেদের মতো করে দিবসটি উদযাপন করে। অনেক দেশে এই দিনে নারীদের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণার চর্চা রয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে নারী দিবসকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। এ বছর নারী দিবসের মূল ভাবনা বা থিম হলো 'পক্ষপাত ভাঙা' (#ব্রেকদ্যবায়াস)। দ্য ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে ওয়েবসাইটে জেন্ডার-সমতাভিত্তিক একটি বিশ্ব নির্মাণের আহ্বান জানানো হয়েছে যেখানে কোনো পক্ষপাত থাকবে না এবং নারীরা সব ধরনের স্টেরিওটাইপ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকবে। জাতিসংঘের থিম হলো 'টেকসই আগামীর জন্য আজ জেন্ডার সমতা' (জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি টুডে ফর আ সাসটেইনেবল টুমরো)। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে একটি টেকসই পৃথিবী গড়তে হলে এখনই নারীর প্রতি বৈষম্য ও পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দূর করে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এ বছর নারী দিবসের থিম কালার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তিনটি রঙ : বেগুনি, সবুজ ও সাদা। এরমধ্যে বেগুনিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ন্যায় ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে, সবুজকে আশাবাদের জন্য এবং সাদা এখানে পবিত্রতা নির্দেশ করছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে শুধুমাত্র উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়েই নয়, দিনটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে রাখতে পদক্ষেপের নারী সহকর্মীরা নেয় এক ভিন্ন উদ্যোগ। কেবল নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রই নয়, পদক্ষেপ এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সদস্য, সহকর্মীসহ নারীর অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উদ্যমী ভূমিকা রাখতে সবসময় সচেষ্ট। সম্মিলিতভাবে একটা প্ল্যাটফর্মের আদলে নিজেরাই প্রতিনিয়ত আলোচনা করে পরামর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শগুলো তুলে ধরে এই দিবসে। কেবল দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবেই নয়, প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর নারী বান্ধব এবং নারী পুরুষের সমতায় টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতা

রক্ষার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপন করে পদক্ষেপ। নারী দিবস উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের সকল নারীদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য জনাব নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স ও প্রোগ্রাম উইং এর পরিচালক জনাব মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাবৃন্দ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুর ওমেন চেম্বার অব কমার্স তিন দিনব্যাপী নারী মেলার আয়োজন করে। মেলায় পদক্ষেপ এর দিনাজপুর জোনের সদস্য উদ্যোক্তা নাহিদা আক্তার বুবলী এর 'নিলয় বুটিকস এন্ড ফ্যাশন ঘর' এবং রাবেয়া ইসলাম এর 'রাহাত বুটিকস হাউজ' তাদের পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে। মেলার সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তাদের মাঝে সম্মাননা স্মারক হিসেবে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে পদক্ষেপকে ন্যাশনাল হিরো এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন পদক্ষেপ এর পক্ষে দিনাজপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব ফকরুল আহমেদ। উক্ত নারী মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর ওমেন চেম্বার অব কমার্স এর প্রেসিডেন্ট জনাব জান্নাতুস সাফা শাহীনুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর দিনাজপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব ফখরুল আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ইরফানুল বারী এবং প্রকল্প ও জোন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগন।

একথা আজ অনস্বীকার্য যে, নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে রেখেছে সমঅংশীদারিত্ব। আর তাই সারা বিশ্বে বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচারবিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্রবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। ১৯২০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনটি জাতীয় শিশু কিশোর দিবস হিসেবেও উদযাপিত হয়। এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার"।

পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকেও দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপন করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ

সকালে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পাশাপাশি পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া দেশব্যাপী পদক্ষেপ এর শাখা কার্যালয় সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় র‍্যালীতে অংশগ্রহণ ও বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে পদক্ষেপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এরমধ্যে ছিল, পদক্ষেপ এর সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চ ও টুঙ্গীপাড়া ব্রাঞ্চসহ অন্যান্য ব্রাঞ্চ, এরিয়া ও জোন কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতি/সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ভবন আলোকসজ্জাকরণ, প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থার সকল জোন, এরিয়া, ব্রাঞ্চ ও প্রকল্প অফিস সমূহে বঙ্গবন্ধু'র ছবি ও বাণী সম্বলিত ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন, গণহত্যার আলোকচিত্র দিয়ে সাজানো ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শণ, স্থানীয় ও প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে সংস্থার পক্ষে অংশগ্রহণ করা। এছাড়াও ১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ই-নিউজ এর একটি সংখ্যা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা এবং বঙ্গবন্ধু ও শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার কর্মী, কর্মকর্তা ও উপকারভোগী সদস্যদের রচিত গল্প, কবিতা ইত্যাদি ছাপানো। পাশাপাশি পদক্ষেপ এর ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন বিষয়ক বিভিন্ন স্লোগান ও ব্যানার প্রদর্শন এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন বিষয়ক কর্মসূচী প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। তাই বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে হবে।

শোক বার্তা

পটুয়াখালী জোনের পটুয়াখালী এরিয়ার গলাচিপা ব্রাঞ্চের সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) মোঃ আল আমিন (কর্মী পরিচিতি নং-০১১৯৮১০১১৬) গত ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখ রোজ মঙ্গলবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্নাইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। সহকর্মীর এই অকাল ও দুঃখজনক মৃত্যুতে পদক্ষেপ গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। মরহুমের মৃত্যুতে ও অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি পদক্ষেপ পরিবার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করছে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি পদক্ষেপ এর শ্রদ্ধা

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ রাজধানী ঢাকা'সহ সারা দেশে ৫১ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। ২৬ মার্চ সকাল ৮টায় সারাদেশে একযোগে গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত। এছাড়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ ও শিশু কিশোরদের শরীর চর্চা প্রদর্শন করা হয়। আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি) ও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র যৌথভাবে ঢাকা'সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় র‌্যালী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ঢাকার সাভার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া দেশব্যাপী পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ কার্যালয় সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলায় এনজিও ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসটিআই এবং এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের পিয়ার এ্যডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১-২ মার্চ ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ "STI and HIV Prevention Service Package for MSM/ MSW/TG and their Clients" প্রকল্পের পিয়ার এডুকেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর উপপরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ারুল আমীন আকন্দ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের সহকারী প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোঃ জিয়াউল বারী এবং কাউন্সেলিং কোঅর্ডিনেটর ফৌজিয়া ইয়াসমিন। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক এবং প্রোগ্রাম ও

এন্টারপ্রাইজ উইং এর ইনচার্জ মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক, প্রকল্পের টীম লিডার সৈয়দ আনোয়ার হোসেন'সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

লবন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে পদক্ষেপ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মিলনায়তনে "এ্যাডভোকেসি ফর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন" সভা অনুষ্ঠিত হয়। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সভাপতিত্বে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব রঞ্জন কান্তি পন্ডিত এর সঞ্চালনায় গত ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে উক্ত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন বিসিক কক্সবাজার জেলার ডিজিএম জনাব জাফর ইকবাল ভুঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই কক্সবাজার জেলার ডিডি জনাব আব্দুল হান্নান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব আব্দুল কাইয়ুম ভুঁইয়া, কক্সবাজার এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব নবীউল ইসলাম'সহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতি মহোদয় উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় লবণ চাষীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর ও চকরিয়া এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও লবণ ব্যবসা শক্তিশালীকরণের আওতায় এসব অঞ্চলের ৮৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কাজ করছেন।

প্রধান অতিথি মহোদয় বলেন, বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ কক্সবাজার ও বাঁশখালীতে বিস্তৃত হয়ে আছে লবণ শিল্প। লবণ শিল্পের সাথে জড়িত সকল পেশাজীবী মানুষ বর্তমানে কঠিন সময় কাটাচ্ছে। ঠিক সেই মূহুর্তে লবণ শিল্প ও লবণ চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে পদক্ষেপ যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেজন্য বিসিক এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপকে তিনি সাধুবাদ জানান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও লবণের মান সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তায় বিসিক সবসময় পাশে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের লবণ চাষী ও লবণ ব্যাবসায়ীদের মানোন্নয়নে বিসিক কাজ করে যাচ্ছে এবং লবণচাষীদের ভাগ্য উন্নয়নে বিসিক ও পদক্ষেপ একসাথে কাজ করবে। এসময় চলমান মৌসুম হতে লবণের দামবৃদ্ধির বিষয়ে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, এই শিল্পের ফলে চাষী যেন লাভবান হতে পারে সেই লক্ষ্যে বিসিক কাজ করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি লবণে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বিশেষ অতিথি মহোদয় প্লাস্টিকমুক্ত লবণ উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহী করতে পদক্ষেপ কর্তৃক পলিথিনবিহীন লবণ উৎপাদন ও সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন এবং পলিথিন রিসাইকেল প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য যেমনি রক্ষা পাবে একইভাবে লবণচাষীরা ব্যবহৃত পলিথিন থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে তিনি পলিথিন রিসাইকেলের মাধ্যমে প্লাস্টিক পলিথিন হতে সুতা তৈরী করার পরামর্শ প্রদান করেন।

উক্ত সভায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ উৎপাদনে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনায় লবণ চাষীরা অংশগ্রহণ করেন। এসময় লবণ চাষীদের পক্ষ থেকে পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়, লবণ চাষীদের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য শেড তৈরী, স্বচ্ছ পানি পানে ডীপ-টিউবওয়েল, হ্যান্ড পাম্প এবং ল্যাট্রিন স্থাপন করায় আমরা লবণ ব্যবসায়ী ও চাষীরা প্রত্যেকে লাভবান হয়েছি। যার ফলে আমরা এই শিল্পের প্রতি আরো বেশী মনোনিবেশ করার প্রেরণা পেয়েছি। সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া আমাদের চাষীদের কাছে একদমই নতুন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুরে অবস্থিত বিভিন্ন লবণ পরিশোধন বা ক্রাসিং মিলের মালিক ও লবণ চাষীগণ।

চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে পদক্ষেপ এর এসটিডি ও এইচআইভি এইডস প্রকল্পের উদ্বোধন

দেশের ৪টি জেলায় ৩ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর "এসটিআই এ্যান্ড এইচআইভি এইডস" এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রনে সচেতনতা সৃষ্টি ও চিকিৎসা বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ "STI and HIV Prevention Service Package for MSM/ MSW/TG and their Clients" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯ মার্চ চট্টগ্রাম ও ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে পটুয়াখালীতে কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠান দুটির উদ্বোধন হয়েছে। এরমধ্যে চট্টগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও উপপরিচালক ডা. সেখ ফজলে রাব্বি। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "এইচআইভি একটি ভাইরাস যা শুধু মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সারাদেশে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। হেপাটাইটিস-বি যেভাবে ছড়ায়, এইডসও সেভাবে ছড়ায়। তিনি আরও বলেন, একই ইনজেকশনের মাধ্যমে অন্যের শরীরে ড্রাগ নিলে বা যৌনকর্মীদের সংস্পর্শে আসলে এ রোগ ছড়াতে পারে। কারো শরীরে এইচআইভি ভাইরাস আছে কিনা তা একমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। সরকারের পাশাপাশি পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সারাদেশে এসটিডি ও এইচআইভি এইডস নির্মূলে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এইডস নির্মূল করা সম্ভব নয়। এটি প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। এইডস প্রতিরোধে পাড়া-মহল্লাসহ সর্বত্র ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রেখে জনগণকে সচেতন করতে হবে। বাঁচতে হলে জানতে হবে, জানতে হলে বুঝতে হবে, এইডসমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।"

চট্টগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জেলা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী বলেন, "বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় জেলা ও মহানগর পর্যায়ে টিবি রোগের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইডস রোগীরা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসন ও নিয়ম মেনে না চললে এইডস হবেই। যারা সমকামিতায় অভ্যস্ত তাদের বেশির ভাগই এইডসের ঝুঁকিতে থাকে। তাদের থেকে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এইডস রোগের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এইডস নিয়ন্ত্রণে থাকলে সুস্থ্য ও সুন্দর জাতি গঠন সম্ভব।" চট্টগ্রাম জেলা স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক সুজন বড়ুয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এমওডিসি ডা. মোহাম্মদ নুরুল হায়দার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এসআইএমও ডা. এফএম জাহিদ ও পদক্ষেপ এর উপপরিচালক মনিরুজ্জামান সিদ্দিকী। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে এসটিডি ও এইচআইভি এইডস নির্মূল বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদক্ষেপ এর ক্লিনিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কোঅর্ডিনেটর ডা. ইউসুফ নবী।

পাশাপশি পটুয়াখালীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ এস.এম কবির হাসান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, "পৃথিবীব্যাপী এইচআইভি সংক্রমণের বড় কারণ অনিরাপদ যৌন অভ্যাস এবং মাদক গ্রহণ। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌনকর্মী, হিজড়া, সমকামী, শিরায় মাদক গ্রহণকারী নারী ও পুরুষদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। এদেরকে বেশী বেশী করে সচেতন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে রোগী তেমন আসে না। এইচআইভি রোগীদেরকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। তা নাহলে এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। "

অনুষ্ঠান দুটিতে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সংবাদিক, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এনজিও প্রতিনিধি প্রমুখ। অনুষ্ঠান দুটির সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে ছিলেন প্রকল্পের টীম লিডার সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং তাকে সহযোগিতা করেন প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান দুটির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং সরকারী হাসপাতালে লক্ষিত জনগোষ্ঠীদের (এমএসএম/এমএসডব্লিউ/টিজি) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার গুরুত্ব তুলে ধরা।

মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কাউন্সিলরদের এসটিআই ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ

গত ২২-২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে ঢাকায় পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)-এ ৩ দিনব্যাপী এসটিআই ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ এর "STI and HIV Prevention Service Package for MSM/ MSW/TG and their Clients" প্রকল্পের ৪টি জেলা পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং ঢাকা থেকে আগত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কাউন্সিলরদের এসটিআই ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বহি:প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন ডাঃ উম্মে কুলসুম এবং প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন পদক্ষেপ এর ক্লিনিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কোঅর্ডিনেটর ডা. ইউসুফ নবী, এম.এ্যান্ড.ই কোঅর্ডিনেটর মোঃ রুহুল আমিন ও প্রোগ্রাম অফিসার নুরুননাহার রিপা। প্রশিক্ষণে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টীম লিডার সৈয়দ আনোয়ার হোসেন'সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতামূলক কমিউনিটি সভা

গত ১৪ মার্চ পদক্ষেপ এর ঢাকা মোহাম্মদপুর আরবান ব্রাঞ্চ ও ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে 'খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ে ২টি কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় ঢাকা মোহাম্মদপুর আরবান ব্রাঞ্চের সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এবং একই সঙ্গে পরিবেশের সাথে খাবারের সম্পর্ক তুলে ধরেন প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। এছাড়াও টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার খাদ্য নিরাপত্তার ৫টি মৌলিক নীতিমালা ও প্রকল্পের এনভায়রণমেন্ট অফিসার মৌসুমী কর পরিবেশ কি এবং খাবারের সাথে ক্ষতিকর পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পাশাপাশি রংপুর সদরের সভাটি দেওডোবা, বানিয়াপাড়ার এসইপি সদস্য সামিনা বেগম এর সামিনা টি স্টলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রকল্পের মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ উপায়ে খাবার তৈরী করে ভোক্তাদের হাতে কিভাবে তুলে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ খায়রুল বাশার উপস্থিত থেকে বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা ও নিরাপদ খাদ্যের মৌলিক নীতি এবং পরিবেশ ভালো রেখে কীভাবে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করা যায় তা নিয়ে সভা দুটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সভা দুটিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য সদস্য ও ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি ঢাকা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও প্রবীণ সদস্যকে অনুদান প্রদান

গত ১২ মার্চ ২০২২ তারিখে সুনামগঞ্জে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা ও মৃত সদস্যদের সৎকার বাবদ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে পদক্ষেপ সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের কৃষ্ণ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। এলাকার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতদরিদ্র শিশু, মহিলা ও পুরুষসহ ২৬০ জন রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধপত্র দেয়া হয়। রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ বদিউল আলম, ডাঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম, ডাঃ মাহমুদা আক্তার এবং তাদেরকে সহযোগিতা করেন পদক্ষেপ এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সনেট রায় ও দিপংকর মালাকার। পাশাপাশি একই তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় সুরমা ইউনিয়নের ৯৬ জন প্রবীন সদস্যকে জন প্রতি নগদ ৩ হাজার টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং ১০ জন মৃত প্রবীন সদস্যের পরিবারকে মৃত সংকার বাবদ পরিবার প্রতি নগদ ২ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান দুটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সংরক্ষিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব নিগার সুলতানা কেয়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আমির হোসেন রেজা, পদক্ষেপ বি-বাড়ীয়া জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব রফিকুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ গোলাম এহিয়া, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক জনাব সিরাজুল ইসলাম ও সুরমা ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার মাজেদা বেগম। প্রবীন কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসলাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসুচির কোঅর্ডিনেটর জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর, মোঃ জাহেদুল ইসলাম, উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ সোহেল খান, এবি এম (লোন) মোঃ মোতালেব হোসেন প্রমুখ।

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা

গত ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর সদর এবং সিও বাজার ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় অ্যাডভোকেসি সভাটি রংপুর জেলা স্কাউটস হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় এর সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মিজানুর রহমান। তিনি সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ ছাড়পত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র কি, পরিবেশগত ছাড়পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে গেলে কি কি করনীয়, এ বিষয় ছাড়াও নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করে সকলকে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের জন্য আহবান জানান। সভায় পরিবেশ ছাড়পত্রের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চতকরণে করনীয় দিকনির্দেশনা সম্বলিত সচেতনতামূলক বিভিন্ন স্টিকার, পোস্টার ও ব্রশিউর বিতরণ করেন প্রকল্পের মনিটরিং এ্যাড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান। সভায় স্ট্রিট ফুড প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ বিষয়ে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা করা হয়।

পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর সদর এবং সিও বাজার ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ রংপুর জেলা স্কাউটস হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পরিবেশ কি, পরিবেশের উপাদানগুলো কি কি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরিবেশের ক্ষতি না করে ও পরিবেশের উপাদান যথাযথ ব্যবহার করে কিভাবে ব্যবসার উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে কিভাবে খাবার তেরি করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। প্লাস্টিক ও পোড়া তেল ব্যবহারের ফলে ক্ষতি ও তার স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। উক্ত কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন মনিটরিং এ্যাড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্টিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গঠিত পরিবেশ ক্লাবের নিয়মিত সভা গত ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর সদর এবং সিও বাজার ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক ক্লাবের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সভাটি রংপুর জেলা স্কাউটস হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রংপুর সদরের সাতমাথা পাটবাড়িয়া এলাকার রানী টি স্টলের স্বত্ত্বাধিকারী এসইপি সদস্য রানী বেগম। সভায় কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পরিবেশগত চর্চাগুলো চলমান রাখা এবং বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা মূলক পরামর্শ প্রদান করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন।

ব্যবসায়িক ছাড়পত্রের জন্য ঢাকা ও রংপুরে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্টিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় ঢাকা ও রংপুরে "ব্যবসায়িক ছাড়পত্রের জন্য এ্যাডভোকেসি সভা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ মার্চ পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) ঢাকায় এবং ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর জেলা স্কাউটস হলরুমে সভা ২টি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার সভায় মোহাম্মদপুর ও মিরপুর শাখার এবং রংপুরের সভায় রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকায় সভার শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের এনভায়রণমেন্ট অফিসার মৌসুমী কর। সভায় প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেশনভিত্তিক আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার। তিনি বিজনেজ সনদপত্র কি, সনদপত্র কেন প্রয়োজন, কোন কোন ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়, ট্রেড লাইসেন্স কি কাজে লাগে, ট্রেড লাইসেন্স করতে কি কি লাগে, ট্রেড লাইসেন্স করতে খরচ কত, একটি ট্রেড লাইসেন্স এর মেয়াদ কতদিন ও মেয়াদ শেষ হলে কি করতে হবে এবং ট্রেড লাইসেন্স কিভাবে ও কোথায় নবায়ন করতে হয়, টিন সার্টিফিকেট কি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। সভাটি পরিচালনা এবং আলোচনা করেন প্রকল্পের একাউন্স এন্ড প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম।

পাশাপাশি রংপুরের সভায় ব্যাবসায়িক ছাড়পত্র পেতে গেলে কি কি করনীয় সেগুলো সম্পর্কে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। সভাটি পরিচালনা এবং সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতেই আলোচনা করেন প্রকল্পের মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) এ অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সালেহ বিন সামস। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সি: সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, জনাব আবুল বাশার ও জনাব আবুল কালাম আজাদ।

সভার শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকল্পের গত বছরের কার্যক্রম, অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং আগামী বছরের কার্যক্রম ও বাজেট উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রকল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে উত্তরণ করা যায় এবং পরবর্তী কার্যক্রমগুলো কিভাবে সফলতার সাথে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় আলোচনার এক পর্যায়ে ঢাকা ও রংপুরে প্রকল্পের মাধ্যমেই ফুড কোর্ট ভ্যান চালু করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সারাদেশে একটা উদাহরণ তৈরী করার আশা ব্যক্ত করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবুল বাশার, রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ মোস্তাফিজুল গনি, ঢাকা এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব সানোয়ার কবির, রংপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মো: আব্দুল আলিম, মোহাম্মদপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব মো: মোস্তফা কামাল, মিরপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব মোঃ আশরাফুল এবং প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট-ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের মিরপুর ও মোহাম্মদপুর শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কাজের উপর একটি প্রশিক্ষণ গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে পিআইডিএম এ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধির উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধমে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো তুলে ধরেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি করা এবং নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশুদ্ধ পানি পান করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান এবং একাউন্টন্স এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম।

পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর জোনাল অফিসে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব আয়শা সিদ্দিকা তার সভাপতির বক্তব্যে অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করেন এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে কিভাবে খাবার তেরি করা যায় সে বিষয়ে বেশ কিছু ধারণা প্রদান করেন। সেইসাথে তিনি সবাইকে নিরাপদ খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করার আহ্বান জানান। সেমিনারে ইনভায়রণমেন্ট অফিসার মৌসুমী কর পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ে এবং পরিবেশগত চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনাটি সম্পন্ন হয়। কে কি পরিবেশ চর্চা করছে এবং কে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিয়ে প্রত্যেকের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা হয়।

সেমিনারে উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'মুমু বেকারি এন্ড কনফেকশনারী' এর স্বত্বাধিকারী মোঃ মানিক মিয়া জানান কিভাবে হাতের স্পর্শ ছাড়াই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে বেকারি পণ্য তেরি করা হচ্ছে। "আবার খাবো" এই নামেই একটা লোভনীয় ব্যাপার আছে তার সত্ত্বাধিকারি মোঃ নুর ইসলাম জানান তার তৈরি সবজী চপ ও চিকেন চপ অনেক জনপ্রিয় খাবার। তার মূল কারন হলো তিনি পরিস্কার পরিছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার তৈরি করে থাকেন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় এবং মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়িক সনদ বিষয়ক কর্মশালা

গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় ব্যবসায়িক সনদ ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশবান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্প থেকে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে কাউনিয়া উপজেলার লাইসেন্স পরিদর্শক জনাব একরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পদক্ষেপ এর কাউনিয়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব সাইফুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে লাইসেন্স পরিদর্শক বলেন, ব্যবসার আইগত প্রথম ধাপ হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসার আইনগত বৈধতা পাওয়ার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসায়িক সনদ বা ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু করা অত্যন্ত জরুরী। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্যবসার আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে এবং বুঝতে পারবেন যে, টিন সার্টিফিকেট আসলে কি এবং ব্যবসার জন্য এর গুরুত্ব কতটুকু। পাশাপাশি তিনি ব্যবসায়িক সনদ সংক্রান্ত পৌরসভার সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন। তিনি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান।

অংশগ্রহণকারীদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান ও প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে কর্মশালাটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরত্বারোপ করেন বক্তারা। উপস্থিত সকলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে এধরনের আরও কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ক্লাবের সভা

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের দিনাজপুর জেলায় পরিবেশ ক্লাবের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পরিবেশ উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা"। সভায় পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেইসাথে নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত ২টি ক্লাবের সভা পরিচালনা করেন পরিবেশ অফিসার আলিফা তাজমিন এবং টেকনিক্যাল অফিসার মিনহাজুল হায়াত।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ইমাম, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়। এছাড়া টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প প্রকল্পের ২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ ২টির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"। গত ৩০ মার্চ দিনাজপুর এবং ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুর জেলায় প্রশিক্ষণ ২টি অনুষ্ঠিত হয়।

দিনাজপুরের প্রশিক্ষণে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন দিনাজপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব ফখরুল আহমেদ। পাশাপাশি রংপুরের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মিজানুর রহমান। তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ীক সকল কার্যক্রম যেন পরিবেশকে ঠিক রেখে পালন করা হয় তার উপর তিনি আলোকপাত করেন। রংপুরের প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর রংপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব আব্দুল আলীম।

প্রশিক্ষণ ২টি পরিচালনা করেন পরিবেশ অফিসার আলিফা তাজমিন এবং টেকনিক্যাল অফিসার মিনহাজুল হায়াত। প্রশিক্ষণ ২টিতে হস্তশিল্প প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

‘‘বাল্যবিবাহের কুফল, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য’’ শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

পদক্ষেপ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় গত ৩০ ও ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ঠাকুরছড়া গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ১৫৫ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘‘বাল্যবিবাহের কুফল, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য’’ শীর্ষক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষার্থীদের সাথে বাল্যবিবাহের কুফল, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। শিক্ষার্থীরা অনেক উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরে। আলোচনার শেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারীদের সুস্বাস্থ্যের অপরিহার্য বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করার জন্য পদক্ষেপ এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ওরিয়েন্টেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উল্টাছড়ি ও ঠাকুরছড়া গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক'সহ অন্যান্য শিক্ষক মহোদয়গণ, পদক্ষেপ এর চট্টগ্রাম উত্তর জোনের জোনাল ম্যানেজার উত্তম কুমার সরকার, খাগড়াছড়ি ও পানছড়ি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এবং খাগড়াছড়ি ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পিকেএসএফ প্রতিনিধির ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শণ

গ্রীন ক্লাইমেট ফাণ্ড কর্তৃক অর্থায়নকৃত ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে গ্রামীণ চর এলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতভিটা উঁচুকরণ, বন্যামুক্ত নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, চর এলাকায় উচ্চমূল্যের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ এর ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার মো: ওয়াহিদুল হক পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ’ প্রকল্পের বিভিন্ন ক্লাস্টার সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তিনি উপকারভোগীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেন এবং পিকেএসএফ এর নির্দেশিকা মোতাবেক প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলো পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ হারুন অর রশিদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ৬টি নলকুপ স্থাপন, ১৩২ জন উপকারভোগীকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ১৩২ জনকে ব্রি-৫১ ও ৫২ ধানের বীজ প্রদান, ১৫০টি মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ, ৩৫৬টি ছাগলের মাঁচা প্রদান, ২৬৪ জনকে গম চাষে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ২৭৬ জনকে বারিগম ও সার প্রদান'সহ ২৭৪টি বসত ভিটায় মাটি ভরাট করে উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১২৬টি সাপ্তাহিক সভা পরিচালনা করা হয়। এসব সভায় সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় এবং কি উপায়ে সহজে সকলে মিলে একসাথে কাজ করা যায় ও ঘরবাড়ির যত্ন নেয়া যায় এবং ভরাট করা বসতবাড়ি সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সেইসাথে বাড়ীর চারপাশে ফলের গাছ ও সবজি চাষ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমগুলো সম্পাদনের জন্য মাঠ পর্যায়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন গ্রুপ শিরোনামে ১০০টি দল গঠন করা হয়েছিল।

মার্চ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৮৩৩ জন

পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে এবং প্রধান কার্যালয়ে মার্চ ২০২২ মাসে সর্বমোট ৮৩১ জন কর্মী/কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ এবং ২ জনকে বহি: উৎস হতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ২১৬ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে “বেসিক ওরিয়েন্টেশন” বিষয়ে এবং ২৪ জন ওআরএস এ্যান্ড পিয়ার এডুকেটরকে ‘ট্রেনিং ফর পিয়ার এডুকেটর’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) পদের ৫৯১ জনকে “Training on Software Execution (FIS Module)” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি: উৎস হতে পদক্ষেপ এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ১ জন এবং সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে ১ জনকে “MF-CIB Data Structure Domain Table & Data Validation” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ১০১৪ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মার্চ ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১০১৪ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি মিটিং ও ৩টি পরিক্ষা এবং ১৭টি ট্রেনিং ব্যাচের ১০১৪ জনের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মার্চ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৬৬১টি

মার্চ ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৬৬১ জন গ্রাহককে ৩.৩৩ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫১,৫৩৯ জন গ্রাহককে ৪৮২.৩১ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

মার্চ মাসে ১৫৪ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

মার্চ ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সি: সহকারী পরিচালক পদে ১ জন এবং ‘পদক্ষেপ শ্রমজীবি সমবায় সমিতি’ পরিচালনার জন্য এ্যাডভাইজার পদে ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিএম পদে ৮৩ জনকে, অফিস সহকারী পদে হারতা ব্রাঞ্চে ১ জনকে, সমৃদ্ধি কর্মসূচির দাসেরবাজার অফিসে শিক্ষক পদে ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আইপিসিপি প্রকল্পের কসবা উপজেলায় কমিউনিটি এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জনকে এবং এসটিআই/এইচআইভি সার্ভিসেস এর প্যাকেজ-২৫ প্রকল্পের ‘সেফ হেলথ সার্ভিসেস ফ্যাসালিটি সেন্টার’ ঢাকাতে ৫ জন পিয়ার এডুকেটর ও ১ জন সিকিউরিটি গার্ড, চট্টগ্রামে ৫ জন পিয়ার এডুকেটর ও ১ জন অফিস সহকারী, রাজশাহীতে ৫ জন পিয়ার এডুকেটর, ১ জন অফিস সহকারী ও ১ জন সিকিউরিটি গার্ড এবং পটুয়াখালীতে ৫ জন পিয়ার এডুকেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও ‘‘আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী’’ প্রকল্পের নেত্রকোনা প্রকল্প অফিসের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার পদে ১ জন, এমআইএস এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার পদে ১ জন, অফিস অ্যাটেনডেন্ট পদে ১ জন এবং নেত্রকোনা নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের জন্য মেডিক্যাল অফিসার পদে ১ জন, কাউন্সিলর পদে ১ জন, নার্স পদে ৩ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১ জন, প্যারামেডিক পদে ২ জন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জন, রিসিপশনিস্ট পদে ১ জন, ক্লিনিক এইড পদে ২ জন, আয়া কাম ক্লিনার পদে ৪ জন, মেসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড পদে ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নেত্রকোনা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১ এর জন্য প্যারামেডিক পদে ৩ জন, কাউন্সিলর পদে ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার পদে ১ জন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জন, রিসিপশনিস্ট পদে ১ জন, সার্ভিস প্রমোটার পদে ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জন, মেসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড পদে ১ জন ও ফিজিশিয়ান পদে ১ জন এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এর জন্য প্যারামেডিক পদে ৩ জন, কাউন্সিলর পদে ১ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১ জন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জন, সার্ভিস প্রমোটার পদে ১ জন, আয়া কাম ক্লিনার পদে ১ জন, মেসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

মার্চ ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৩০ জন কর্মীকে ৪৩,৮২,২৩৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩১ জন কর্মীকে ১,৩০,৯৪০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৪২ জনকে ১২,৪৫,৪১৭/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১৬ জনকে ২,৬০,৩৫০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

“বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার ৪টি শাখায় ১ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের লেখা রচনার ধারাবাহিক প্রকাশ

আজ ‘খ ও গ’ শাখায় ১ম স্থান অধিকারীদের লেখা রচনা প্রকাশ করা হলোঃ

সামিয়া জাহান সিজা

২০ ①

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

নামঃ সামিয়া জাহান সিজা
শ্রেণিঃ ৪র্থ রোলঃ ৩৩
বিদ্যালয়ের নামঃ ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
পিতার নামঃ সরওয়ার মৃধা (অডিট প্রধান) পদক্ষেপ

সূচনাঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এমন একটি নাম যা বাঙালির ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে. আজ স্বাধীন সার্বভৌম যে বাংলাদেশে আমরা বাস করি সে গৌরবময় দেশটি বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সীমাহীন সবিনয় এক অনন্য অবদান.

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়রা খাতুন। ছয় ভাই বোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়।

শিক্ষা জীবনঃ সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান টুঙ্গি পাড়ার গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন, পরে পিতার কর্মস্থলে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন, ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁর আর আইন পড়া হয়নি।

রাজনৈতিক জীবনঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন. ভাষা আন্দোলন-সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি অনেক বহুবার কারাবরণ করছেন, ১৯৪৭ সালে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে ছাত্র সমাজ এবং গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্রদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ফলে কিছুদিন পরেই তিনি ছাড়া পান, ১৯৪৯ সালের মধ্যে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তুতি যখন চলছিল, তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়, আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে কারা বন্দি তরুণ নেতা শেখ মুজিবকে করা হয় দলের যুগ্ম সম্পাদক। মুক্তি পেয়েই তিনি দল গঠনের কাজে ব্রতী হন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, দুইবছরেরও বেশি সময় কারাগারে থাকার পর তিনি মুক্তিপান। জেল থেকে বের হয়ে তিনি সারাদেশে দলকে সংঘটিত করার কাজে ঝাঁপ দেন, তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হন, কিন্তু আওয়ামী লীগকে সংঘটিত করার কাজে সময় দিবেন বলে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব বাঙালির সনদ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণঃ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৮ মিনিটের ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানান, তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মৃত্যুঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

উপসংহারঃ বাঙালি জাতির জীবনে যে অল্প কয়েকজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধানতম পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সামারা নাওয়ার অরিত্রা

ভূমিকাঃ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের শ্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন -"আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি" ঠিক তেমনি, আমরা শেখ মুজিবকে দেখিনি কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখেছি, স্বাধীনতার পতাকা দেখেছি। শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাঙালী জাতির আত্মত্যাগের বিনিময়ে জন্ম হয়েছে স্বাধীন একটি দেশ "বাংলাদেশ"।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়ঃ ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। ছোটবেলায় তাঁকে আদর করে খোকা নামে ডাকা হতো।

শিক্ষাজীবনঃ ১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

১

বঙ্গবন্ধুর বৈবাহিক জীবনঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেগম ফজিলাতুন্নেছার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল।

রাজনীতিতে প্রবেশঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবন শুরুর পূর্বেই গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায় করতে গিয়ে তিনি পঞ্চান্ন বছরের ছোট্ট জীবনে ১৮ বারে সর্বমোট ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাবরণ করেণ। ছাত্রজীবনেই তার রাজনীতি হাতে খড়ি ঘটে।

বাংলাদেশের নামকরণঃ

"মুজিব নামেই বিশ্ব মাঝে বীরের পরিচয়
রক্ত দিয়ে আদায় করে বাংলাদেশের জয়।
শোধ হবে না কোনোদিনও তাঁর ত্যাগেরই দাম
মুজিব নামেই মিশে আছে বাংলাদেশের নাম।"

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধে সাতকোটি মানুষ একটি মানচিত্র এঁকেছে, সেই মানচিত্রের মহানায়ক হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন "বাংলাদেশ"।

১৯৭০ -এর নির্বাচন ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতা ঘোষণাঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচন আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি

২

আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করলে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষন দেন। ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। সুদীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশঃ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশে তার সরকারকে অগনিত সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এসময় তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই-খাতা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থ ব্রিজ কালভার্ট, বিধ্বস্থ কলকারখানা, পুর্ণনির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদি কর্মসূচী হাতে নেন, অতি অল্প সময়ে তিনি জাতির জন্য পরিপূর্ণ একটি উত্তম সংবিধান উপহার দেওয়া ছাড়াও যা কিছু করে গেছেন তা ইতিহাসে বিরল।

ইতিহাসের ঘৃনিত হত্যাকান্ডঃ বঙ্গবন্ধু যখন দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় স্বার্থান্বেষী কিছু কুচক্রিমহল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসে জঘন্যতম নৃশংস হত্যাকান্ডে রুদ্ধ হয়ে পড়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা।

উপসংহারঃ বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি আবার ফিরে পায় তার পুরোনো গতি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলছে আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ।

অংশগ্রহণকারী	অভিভাবক
নামঃ সামারা নাওয়ার শ্রেণীঃ সপ্তম বয়সঃ ১৩ বছর	নামঃ ডালিয়া আশরাফ আহমা ষ্টাফ আইডিঃ ০০০৪০০২০০ কর্মস্থলঃ এইচ আর এ ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

৪

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো। ১০ তারিখের পরে কোন তথ্য গ্রহণ করা হবে না।

ই-নিউজ পড়ুন পদক্ষেপ এর সমসাময়িক ঘটনাবলী জানুন এবং ইমেইলের মাধ্যমে আপনার মতামত প্রদান করুন।

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০, ৯১৩৭৩৬১
E-mail : pmuk@padakhep.org
info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org